দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

তোফায়েল আহমেদ বললেন

কেউ কখনো ছাত্রলীগকে কলঙ্কিত করতে পারেনি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছেন–উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন, সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ছাত্রলীগের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। কেউ কখনোই ছাত্রলীগকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। তবে দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য নেতাকর্মীদের সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।'

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

কেউ কখনো ছাত্রলীগকে কলঙ্কিত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজধানীর কলাবাগান ক্রীড়াচক্র মাঠে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সম্মেলনের মাধ্যমে উত্তরের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আগামীকাল শনিবার মহানগর দক্ষিণ শাখার সম্মেলন শেষে একসঙ্গে দুই মহানগরের নতুন নেতৃত্বের নাম ঘোষণা করা হবে।

তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'একসময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। কিন্তু সেই উন্নয়নকে ধ্বংসের চেষ্টা করছেন খালেদা জিয়া। ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে পেট্রলবোমায় মানুষ মেরেছেন, হাজারো গাছ ধ্বংস করেছেন। ইজতেমা, স্বাধীনতা দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারিতেও হরতাল-অবরোধ করেছেন। হরতালের নামে মানুষ খুন করেছেন। ৯২ দিন আবদ্ধ থেকে কোনো লাভ হবে না দেখে আদালতে আত্মসমর্পণ করে ঘরে ফিরে এলেন। তিনি এখন নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে গেছেন। আর শেখ হাসিনা নিজ লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছেন। এই চলার পথে ছাত্রলীগকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।'

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের অনেক বিজয় হয়েছে দাবি করে বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমরা খালেদা জিয়ার আন্দোলন ব্যর্থ করেছি, তিন সিটি করপোরেশনে জয়লাভ করেছি, ভারতের সঙ্গে স্থল সীমানা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, সমুদ্রেও বিজয় অর্জিত হয়েছে। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার টিউলিপ সিদ্দীক যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।'

তোফায়েল আহমেদ বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছিলেন। এর মাধ্যমে রাজনীতিতে সফল হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। পরবর্তী স্বৈরশাসকও একই কাজ করেছিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা ভারতের কাছ থেকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করেছেন। আশা করি, তিস্তারও ন্যায্য হিস্যাও পাব।'

'বিএনপি কখনো ভারত বিরোধিতা করেনি, করবেও না'–বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান রিপনের এমন মন্তব্য প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে বিরোধিতা করেই ক্ষমতায় এসেছিল তারা (বিএনপি)। তাদের জন্মই হয়েছে ভারত বিরোধিতার জন্য। নির্বাচনের আগেও বলা হয়েছিল আওয়ামী লীগ জিতলে বাংলাদেশ ভারত হয়ে যাবে। এটা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন বলে তারা এমন কথা বলছে।

গতকালের সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত শিকদার, বর্তমান সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, মহানগর উত্তরের সাবেক সভাপতি ইসহাক মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসভীরুল হক অনু প্রমুখ। মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের বিদায়ী সভাপতি এস এম রবিউল ইসলাম এতে সভাপতিত্ব করেন। সভা সঞ্চালনা করেন উত্তর শাখার বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক রানা।

সম্মেলনের শুরুতে মহানগর শাখার বিভিন্ন ইউনিটের নিহত ছাত্রলীগ নেতাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সম্মেলনের মনোনয়ন ফরম বিক্রির অর্থ নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে নেপালি ছাত্রসংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।